ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১২৯ ● কলকাতা ● ৩০ বৈশাখ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ১৪ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কাশ্মীরে ফের মুখোমুখি সেনা-জঙ্গি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শ্রীনগর: পহেলগাঁওয়ে হামলা চালানো সন্ত্রাসবাদীরদের এখনও কোনও হদিশ পায়নি ভারতীয় সেনা। তবে ল্যাজের ঠিকানা না মিললেও, মাথাদের শেষ করেছে ভারত। এখন শুধু হাতে পাওয়া বাকি বৈসরনে সেদিন ঢুকে পড়ে সন্ত্রাসবাদীদের। আর সেই সূত্র ধরেই উপত্যকার নানা জায়গায় চলছে তল্লাশি

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাকিস্তানকে তিনটি হুঁশিয়ারি দিলেন

বেবি চক্রবর্তী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে ভারতীয় সেনার পরাক্রমকে দেশের মেয়েদের উৎসর্গ করলেন। তিনি প্রথমেই অপারেশন সিঁদুরের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সশস্ত্র বাহিনী, ভারতের সেনা দেশের বিজ্ঞানী এবং একাধিক এজেন্সিদের স্যালুট জানিয়ে বলেন " আমাদের দেশের মা বোনেদের মাথার সিঁদুর মুছলে কতখানি দাম দিতে হয় আজ তা বুঝে গেছে গোটা বিশ্বের উগ্রপন্থীরা। সঙ্গীরা স্বপ্নেও ভাবেনি ভারত এত বড় পদক্ষেপ করবে"।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে নিরীহ পর্যটকদের হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতার কথা স্মরণ করে বলেন " ওরা ধর্ম জেনে স্ত্রী, সন্তানের সামনে মানুষগুলোকে হত্যা করেছে। এই ঘটনার পরে গোটা দেশে একসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সুর তুলেছে। যখন দেশ একজোট হয় তখন তার ফল মেলে"। , প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন ভারতের

এরপর ৩ পাতায়

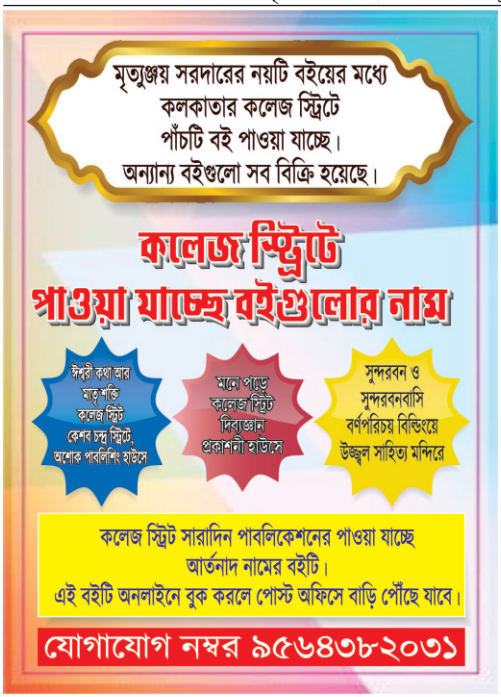

সন্ত্রাসবাদ ও pok ছাড়া আর কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে না পাকিস্তানের সঙ্গে - মোদী

বেবি চক্রবর্ত্তী: দিল্লী

পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপর জোর দিয়েছে ট্রাম্প। আলোচনায় রাজি ভারত, তবে শর্তসাপেক্ষে। আগামী দিনে পাকিস্তান আর কোনওরকম দুষ্টকর্ম করলে ভারত যে অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটাবে তা এদিন ফের মোদী মনে করিয়ে দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি সকলের কাছে আবেদন রেখেছেন যে, সমস্ত ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে একজন থাকতে হবে। কারণ আমাদের একতাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এদিন প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, এই যুগ যুদ্ধের নয়। তবে একইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদেরও নয়। তাই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েই এগোতে হবে। পাকিস্তানের সেনা এবং সে দেশের সরকার যেভাবে সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহ দিচ্ছে, তাতে একদিন পাকিস্তানই শেষ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

পাকিস্তানকে বাঁচতে হলে সন্ত্রাসবাদকে শেষ করতে হবে। এছাড়া যে আর কোনও রাস্তা পাকিস্তানের সামনে যে খোলা নেই, এদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাফ কথা, একদিকে সন্ত্রাসবাদ আর একদিকে আলোচনা কখনও একসঙ্গে চলতে পারে না। একদিকে সন্ত্রাসবাদ এবং আর একদিকে বাণিজ্য কখনও একসঙ্গে চলতে পারে না। এবং জল এবং রক্তও একসঙ্গে বইতে পারে না। অর্থাৎ পাকিস্তান বারবার সন্ত্রাসবাদে মদত দিলে যে আরও গভীর সমস্যা অপেক্ষা করে রয়েছে, তা নরেন্দ্র মোদী ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন। এদিন পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করার পাশাপাশি গোটা বিশ্বকে বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, যদি পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তাহলে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কথা হবে। যদি পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা টেবিলে বসতে হয়, তাহলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হবে। এর বাইরে আর কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনায় যে ভারত রাজি নয়।

দিলীপ-রিঙ্কুর ছেলের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

বেবি চক্রবর্ত্তী:কলকাতা

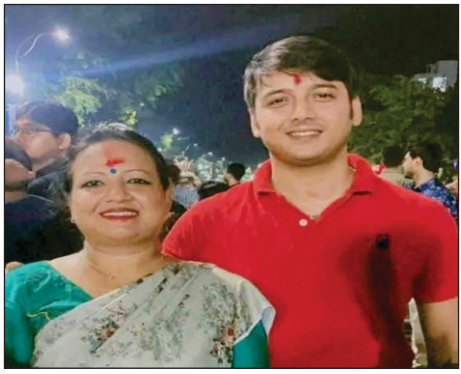

দিলীপ-রিঙ্কুর ছেলের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য, ময়নাতদন্তের জন্য আর.জি. কর হাসপাতালে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে

রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিলীপ ঘোষ ও রিঙ্কু ঘোষের ছেলে সুঞ্জয় ঘোষের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হঠাৎ করেই সুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়, যার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। এই রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে।

পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার জন্য দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। সুঞ্জয়ের দেহ বর্তমানে আর.জি. কর হাসপাতালে রাখা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাবে।

এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত দিলীপ ঘোষ বা রিঙ্কু ঘোষের পক্ষ থেকে কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনাটি সামনে আসার পর রাজনৈতিক মহলেও নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অনেকেই এই মৃত্যু রহস্যজনক বলেই মনে করছেন।

ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে চায় ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই।

(১ম পাতার পর)

কাশ্মীরে ফের মুখোমুখি সেনা-জঙ্গি

অভিযান। উড়িয়ে দেওয়া হয় পাক মদতপুষ্ট একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি। বাছাই করে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর, পঞ্জাব ও সিন্ধ প্রদেশে 'প্রিশিসন অ্যাটাক' চালায় ভারতীয় বায়ুসেনা। খতম হয় শতাধিক জঙ্গি। তবে এখনও অধরা বৈসরনে হামলা চালানো সেই লস্করের ছায়া সংগঠন TRF-এর জঙ্গি সদস্যরা। তাদের হাতে পেতেই চলছে তল্লাশি অভিযান।মঙ্গলবারও প্রতিদিনের মতো তল্লাশি অভিযানে বেরিয়ে পড়ে সেনা। কিন্তু তারপরই বিপত্তি। মুখোমুখি জঙ্গিরা। চলছে গুলির লড়াই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন গুপ্তচরদের থেকে খবর পেয়ে কাশ্মীরের সোপিয়ানের সুকরু কেল্লরে তল্লাশি অভিযানে নামে সেনাবাহিনী। চরের দেওয়া খবর ঠিক হয়। সেখানেই লুকিয়ে ছিল এক দল সন্ত্রাসবাদী। যাদের হদিশ পেতেই গুলি চালায় নিরাপত্তারক্ষীরা। প্রাণ বাঁচাতে সেনাকে লক্ষ্য করে গুলি করে সন্ত্রাসবাদীরাও।

তবে কোনও এনকাউন্টার হয়েছে কি না বা গোটা অভিযানে কোনও জওয়ান আহত হয়েছেন কি না, সেই নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে সেনা তরফে এখনও তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। এই প্রতিবেদনটি যখন লেখা হয়েছে, সেই মুহূর্তেও গুলির শব্দ সোপিয়ান থেকে পাওয়া গিয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, খতম হয়েছে এক জঙ্গিও। উল্লেখ্য, পহেলগাঁও সন্ত্রাস নাশকতার বদলা নিয়েছে ভারত। গত ৭ই মে বৈসরনে স্বামী হারানো প্রতিটা মহিলার সিঁদুরের দাম সুদে-আসলে বুঝে নিতে 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযানে নামে সেনা।

(১ম পাতার পর)

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাকিস্তানকে তিনটি হুঁশিয়ারি দিলেন

হামলায় সন্ত্রাসবাদের হেডকোয়ার্টার ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদকে গুঁড়িয়ে দিয়ে জঙ্গিদের গুঁড়িয়ে দেওয়া গেছে। তিনি আরো জানান দেশের সব রাজনৈতিক দল সমস্ত আদর্শের মানুষ ভারতের সকল নাগরিক একজোট হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বদলা নিয়েছে। গোটা বিশ্ব এই কৃতিত্ব দেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে আরো বলেন খারাপ ভাবে হেরে যাওয়ার পরে দশই মেয়ে পাকিস্তানি সেনা আমাদের ডিজিএম ওর দ্বারস্থ হন। আমাদের সেনাবাহিনীর সর্বদা সতর্ক। কোনো নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেল এমনকি সন্ত্রাসবাদীদের চোখ রাঙানিও ভারত সহ্য করবে না। পাকিস্তানকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে ওদের সন্ত্রাসের পরিকাঠামো নির্মূল করতে হবে। টেরর ও টক একসঙ্গে চলতে পারেনা।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন "সংঘর্ষ বিরতি হয়েছে ঠিকই তবে অপারেশন সিদুর শেষ হয়নি। ভবিষ্যতে পাকিস্তানের গতিবিধির উপর ভারতের নজর থাকবে। আগামী দিনে ভারতে কোনরকম সন্ত্রাস হলে পাকিস্তানকে ছেড়ে কথা বলবে না ভারত। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন ভারতের মাটিতে সন্ত্রাস হলে মুখের ওপর তার জবাব দেবে ভারত। ভারতের নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজস্ব শর্তে এই জবাব দেওয়া হবে। কোন পরমানু ব্ল্যাকমেল ভারত সহ্য করবে না। পরমাণু ব্ল্যাকমেলের আড়ালে বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসের ঠিকানায় ভারত নির্ভুল আঘাত হানবে। পাকিস্তানের সন্ত্রাসের মদদদাতা সরকার ও জঙ্গিদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হবে না পাকিস্তানের ভিন্ন আচরণ ইতিমধ্যেই বিশ্ব দেখেছে। কিভাবে পাক সেনা জঙ্গিদের শেষকৃত্যে গিয়ে শোক প্রকাশ করেছিল এটাই সরকার নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসী সবচেয়ে বড় প্রমাণ"।

এএফএস আদমপুরে বীর বায়ুসেনা যোদ্ধা ও সৈন্যদের মুখোমুখি প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি ১৩ মে ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ এএফএস আদমপুর পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি বীর বায়ুসেনা যোদ্ধা ও সৈন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারকে তিনি বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

এক্স পোস্টে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন:

"আজ সকালে আমি এএফএস আদমপুরে যাই এবং আমাদের বীর বায়ুসেনা যোদ্ধা ও সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হই। যাঁরা সাহস, দৃঢ় অঙ্গীকার এবং নির্ভীকতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এক অত্যন্ত বিশেষ অভিজ্ঞতা। দেশের জন্য সশস্ত্র বাহিনী যা করে চলেছে, তার জন্য তাঁদের প্রতি আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।"

ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরগুলির ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিগত এক দশকের অগ্রগতির সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পণ্য পরিবহন, পরিচালনগত দক্ষতা এবং পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরগুলি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দেশের প্রথমসারির বন্দরগুলির পণ্য পরিবহন বেড়েছে ৪.৩ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৮১৯ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পণ্য পরিবহন ৮৫৫ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে।

এই বন্দরগুলিতে উল্লেখযোগ্য যে সব পণ্য পরিবহন করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে, পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিক্যান্ট সহ অশোধিত তেল, পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, এলপিজি ও এলএনজি।

এই প্রথম পারাদ্বীপ বন্দর এবং দীনদয়াল বন্দরে পণ্য চলাচলের পরিমাণ ১৫০ মিলিয়ন টন ছাড়িয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বন্দরগুলির ৯৬২ একর জমি শিল্পায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে, গত অর্থবর্ষে বন্দরগুলির আয় হয়েছে ৭,৫৬৫ কোটি টাকা। এছাড়া, ভবিষ্যতে আরও ৬৮,৭৮০ কোটি টাকা লগ্নি আশা করা হচ্ছে।

প্রধান প্রধান বন্দরগুলিতে পিপিপি মডেলের প্রকল্পগুলিতে লগ্নি তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১,৩২৯ কোটি টাকা থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৯৮৬ কোটি টাকা।

এই সাফল্য নিয়ে তাঁর গর্বের কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ পরিবহন মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেছেন, মন্ত্রক, বন্দর কর্তৃপক্ষ, আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিষ্ঠা ও সংকল্প ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব হতো না। আমি সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্পাদকীয়

S-500, রাশিয়ার এই অস্ত্র কিনবে ভারত?

প্রত্যাঘাতে পাক জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ৭-মে মধ্যরাত থেকে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী শুরু করে 'অপারেশন সিঁদুর'। পাল্টা জবাব দিতে ৯ ও ১০ মে ভারতের সেনাঘাঁটিতে হামলার চেষ্টা করে পাক সেনা। কিন্তু ভারতের শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স গ্রিডের কারণে একটাও পাক ফাইটার জেট, ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন- ভারতের কোনও মিলিটারি বেস-এ দাঁত ফোটাতে পারেনি।সেটা গোপন রেখেছে মস্কো। তবে প্রেসিডেন্টের ভবন, সেনার সদর ঘাঁটি, অস্ত্র ভাণ্ডার আগলাতে এস-৫০০ মোতায়েন আছে বলে রিপোর্ট নানা সংবাদমাধ্যমে। ২০১৮-তে ঘটা করে 'কেরচ ব্রিজ' উদ্বোধন করেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ক্রেমলিনকে জুড়েছে প্রায় ২০ কিলোমিটার লম্বা এই ব্রিজ। এই ব্রিজ রক্ষায় মোতায়েন রয়েছে ১২টি এস-৫০০। ইউক্রেন বারবার এই ব্রিজকে টার্গেট করে হামলা চালায়, তাই রুশ আবেগকে রক্ষায় ব্রিজে মোতায়েন রাখা হয়েছে 'প্রমিথিউজ'কে। তবে সবচেয়ে ইঙ্গিতবাহী রুশ ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। তাঁর ইঙ্গিত, এস-৫০০-এর প্রথম ও সর্ববৃহৎ ক্রেতা হতে পারে ভারতই। আর রফতানি শুরু হতে পারে এবছরই।খোদ ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল মিলিটারি অপারেশন বা ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই একথা স্পষ্ট করেন। পাক বিমান হামলার মুখে ভারতের অন্তত ১৫টি শহরকে বাঁচাতে রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা 'এস-৪০০ সুদর্শন চক্র' ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।

১৯৯০-তে নির্মিত রাশিয়ার আলমাজ আনটের নির্মিত এই মোবাইল সারফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম (SAM) ২০০৭ থেকেই যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কিন্তু ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর খোদ মস্কো-ও তাদের ডিফেন্স সিস্টেমের জোরদার প্রচারে নেমেছে। সম্প্রতি রেড স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া ৮০-তম মস্কো ভিকট্রি ডে সেনা প্যারেডেও অন্তত ৩০টি দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সামনে পুতিন সদর্পে দেখালেন এস-৪০০-এর কামাল।

এত কথা বলছি, কারণ এবার এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকেও আপগ্রেড করে ফেলেছে রাশিয়া। রুশ সংবাদমাধ্যমের দাবি মোতাবেক, নয়া এস-৫০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম 'প্রমিথিউস' আরও খতরনাক। ইতিমধ্যেই এস-৫০০ ক্রিমিয়াতে পাঠিয়েছে রাশিয়া। আর এদিকে, এস-৪০০-এর ব্যাপক সাফল্যের পর ভারতেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এবার কি এস-৫০০ কেনার দিকেও ঝুঁকবে দিল্লি? দেশের DGMO স্পষ্টই জানিয়েছেন, পুরনো সব প্রথাগত যুদ্ধের চেয়ে এবারের যুদ্ধ যেমন আধুনিক সমরাস্ত্রের সাহায্যে ভারত লড়েছে, তেমনই ভবিষ্যতের যুদ্ধও আরও আধুনিক সরঞ্জামেই হবে। আর সেই কারণেই এস-৫০০ বা 'প্রমিথিউস' নিয়ে বিস্তারিত জানা প্রয়োজন।

প্রথমেই জেনে রাখা দরকার, যে সংস্থা এস-৪০০ বানিয়েছে, তারাই মানে রুশ সংস্থা আলমাজ-আনটে গ্রুপই S-500 Prometheus বানিয়েছে। গ্রীক পুরাণ মতে, জিউসের পুত্র 'প্রমিথিউজ' হলেন আগুনের দেবতা। শুধু তাই নয়, তিনি বুদ্ধির প্রতীক ও মানবিকতার বাহক। তাঁর নামেই এই মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের নাম। কারণ, রাশিয়ার মতে এটাও নাকি বিশ্ব মানবতাকে রক্ষা করার জন্যই নির্মিত।

রুশ সেনার দাবি, এস-৫০০ সারফেস টু এয়ার অ্যান্টি-ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম (ABM) বিশ্বের যে কোনও হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রকে (শব্দের চেয়ে জোরে ছোটে যে ক্ষেপণাস্ত্র) আটকে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, ইন্টারকনটিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল (ICBM), স্টেলথ এয়ারক্রাফট (যে যুদ্ধবিমান রেডার ফাঁকি দিতে সক্ষম) এমনকী মহাকাশে লোয়ার অরবিটে থাকা উপগ্রহকেও ধ্বংস করতে পারে। এস-৪০০, এস-৫০০ ও এ-২৩৫ এবিএম মিসাইল সিস্টেমের ত্রিমুখো ফলা মস্কো-কে যে কোনও পারমাণবিক হামলার থেকেও বাঁচাতে পারে বলে দাবি রুশ সেনার। নির্মাণকারী সংস্থার কর্ণধারের বক্তব্য, এস-৫০০ মহাকাশের লো অরবিট স্যাটেলাইটকেও ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। ভাবা যায়! আজ রাশিয়ার সবচেয়ে সুরক্ষিত ও গোপন সেনাঘাঁটি, শহর, প্রশাসনিক ভবনকে নিরাপদে রাখতে এস-৫০০ মোতায়েন রয়েছে। এই ডিফেন্স সিস্টেম সরাসরি ন্যাটো-কে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা রাখে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ছাব্বিশতম পর্ব)

দেবী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে অধিষ্ঠান করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে এই দেবী বৈকুণ্ঠে পরিপূর্ণতমা শ্রেষ্ঠা মহালক্ষ্মী, স্বর্গে ইন্দ্রের সম্পদরূপা স্বর্গলক্ষ্মী, পাতাল ও মর্ত্যে রাজাদের রাজলক্ষ্মী, গৃহে তিনি গৃহলক্ষ্মী ও অংশরূপে গৃহিনী এবং গৃহিগণের সম্পদরূপিণী মঙ্গলকারিণী মঙ্গলা। তিনি গাভীদের জননী সুরভী, যজ্ঞের পত্নী দক্ষিণা, তিনি ক্ষীরোদ-সমুদ্রকন্যা, পদ্মফুলের সৌন্দর্যরূপিণী, চন্দ্রের শোভারূপা, সূর্যমণ্ডলের শোভারূপা এবং অলঙ্কারে, রত্নে, ফলে, জলে, নৃপপত্নীতে, গৃহে, সকল শস্যে, বস্ত্রে ও পরিষ্কৃত স্থানে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আমাদের সেনাবাহিনীর শৌর্য, সাহসিকতা এবং দূরদৃষ্টি নিয়ে আমরা গর্বিত : লোকসভার অধ্যক্ষ

নয়াদিল্লি, ৯ মে, ২০২৫

দেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রী ওম বিড়লা বলেছেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সাহস, শৌর্য এবং দূরদর্শিতার জন্য আমরা গর্বিত। তিনি বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্যই আমাদের সীমান্ত এলাকা দুর্ভেদ্য, শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। একইভাবে দেশ গড়ার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। ভারতের মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য তিনি তরুণ সিভিল সার্ভেন্টদের কাছে আবেদন জানান। শ্রী বিড়লা আজ লোকসভা ভবনে ২০২৩ ব্যাচের আইএএস অফিসার ট্রেনিদের সামনে বক্তব্য রাখছিলেন।

শ্রী বিড়লা ২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য তরুণ আইএএস অফিসারদের কাছে আর্জি জানান। তিনি বলেন, সিভিল সার্ভেন্টদের ক্ষমতা এবং ত্যাগের ওপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের উল্লেখ করেন তিনি। ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক চেতনা, মানুষের অনুভূতি এবং গণতন্ত্রের শিকড়কে মজবুত করার ক্ষেত্রে আইএএস অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতীয় গণতন্ত্রের ৭৫ বছরের পথ পরিক্রমায় স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা সবচেয়ে কার্যকর হয়ে উঠেছে।

এই অনুষ্ঠানে ২০২৩-এর ব্যাচের ১৮০ জন আইএএস অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ৭৩ জন হলেন মহিলা আইএএস অফিসার।

স্বাগত ভাষণ দেন লোকসভার মহাসচিব শ্রী উৎপল কুমার সিং।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অন্যান্য দেবীদের জন্য পৃথক মন্দির আছে। হিন্দুদের বিশেষত তন্ত্রসাধকদের কাছে এই মন্দির একটি পবিত্র তীর্থ। কামাখ্যা মন্দিরের অধিষ্ঠান, এটির থেকে অনূমিত হয় মূল মন্দিরটি নাগারা স্থাপত্যশৈলীর মন্দির ছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি, ১২ মে, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আজ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে দেশ ভারতের শক্তি ও সহনশীলতাকে প্রত্যক্ষ করেছে। দুর্ভেদ্য সেনা শক্তি, তদন্ত সংস্থা এবং বিজ্ঞানীদের তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অপারেশন সিঁদুর – এ লক্ষ্য অর্জনে ভারতীয় সেনাবাহিনী অবিচল সাহস দেখিয়েছে এবং তাঁদের বীরত্ব, সহনশীলতা এবং অদম্য মানসিকতাকে তুলে ধরেছে। দেশের সকল মা-বোন এবং কন্যা সন্তানের প্রতি এই অনন্য সাধারণ সাহসিকতাকে উৎসর্গ করেন তিনি।

পহলগাঁও – এ ২২ এপ্রিল বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করে তিনি বলেন, দেশ ও বিশ্বকে এই ঘটনা হতবাক করেছে। একে সন্ত্রাসের এক ভয়ঙ্কর নমুনা বলে বর্ণনা করে শ্রী মোদী বলেন, নির্দোষ মানুষেরা যখন ছুটি উপভোগ করছিলেন, সেই সময় তাঁদের পরিবার ও সন্তানদের সামনে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় জানতে চেয়ে নৃশংসভাবে তাঁদের হত্যা করা হয়। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, এটা কেবল নিষ্ঠুরতাই নয়, দেশের ঐক্যকে ভেঙে দেওয়ার এক জঘন্য প্রয়াস। এই হামলায় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করে বলেন, সকল নাগরিক, সকল সম্প্রদায়, সমাজের প্রতিটি শ্রেণী এবং সকল রাজনৈতিক দল সহ সমগ্র দেশ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী নেওয়ার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সরকার সন্ত্রাসবাদীদের বিলুপ্ত করতে সেনাবাহিনীকে পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। তিনি সমস্ত সন্ত্রাসবাদী সংঠনকে সতর্ক করে বলেন, দেশের নারীদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করলে কী পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়, তা তারা সম্যক বুঝতে পেরেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অপারেশন সিঁদুর কেবল একটি নাম নয়, সহস্র ভারতবাসীর আবেগের এক প্রতিফলন। ন্যায়বিচারের প্রতি অদম্য সংকল্প বলতে কি বোঝায়, সারা বিশ্ব তার পূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করেছে ৬-৭ মে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানে জঙ্গি ঘাঁটি এবং তাদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলির উপর নির্ভুল আঘাত হেনে তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদীরা কল্পনা করতে পারেনি যে, ভারত এরকম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারে। 'দেশ সর্বাগ্রে' – এই ভাবধারায় সমগ্র দেশ ঐক্যবদ্ধ হলে কঠোর সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় এবং তার প্রভাব হয় ফলদায়ী। তিনি বলেন, পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিগুলির উপরে ভারতীয় মিসাইল ও ড্রোনের হানা কেবল তাদের পরিকাঠামোকেও ধসিয়ে দিয়েছে তা নয়, তাদের মনোবলকেও চূর্ণ করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভাওয়ালপুর এবং মুরিদকের মতো এলাকা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র স্থল হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ হামলা, লন্ডন টিউব – এ বোমা বিস্ফোরণ এবং ভারতে দশকের পর দশক ধরে সন্ত্রাসবাদী ঘটনার মূল কেন্দ্র স্থল হিসেবে তারা জড়িত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসীরা ভারতীয় নারীর মর্যাদাহানির দুঃসাহস দেখানোয় ভারত সন্ত্রাসের সদর কার্যালয়গুলিকে চূর্ণ করে দিয়েছে। অপারেশন সিঁদুর ১০০-রও বেশিও কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীকে খতম করেছে। ভারতের বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে ষড়যন্ত্র রচনার মূল চক্রীরাও এর মধ্যে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে হুমকির ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী মোদী বলেন, ভারতের নির্ভুল ও কঠোর হামলা পাকিস্তানকে

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৫ পাতার পর)

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

গভীর হাতাশায় নিমজ্জিত করেছে। উৎকণ্ঠার বশে পাকিস্তান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বের সম্মিলিত লড়াইয়ে যোগ না দিয়ে বরং বেপরোয়া কাজে লিপ্ত হয়েছে। তারা ভারতের বিদ্যালয়, কলেজ, গুরুদ্বার, মন্দির, সাধারণ নাগরিকদের বাড়ি-ঘর এমনকি সেনা ঘাঁটিকে আক্রমণের লক্ষ্য করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই আগ্রাসন পাকিস্তানের দুর্বলতাকেই তুলে ধরেছে। ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে পাকিস্তানের ড্রোন ও মিসাইলগুলি ভেঙে পড়েছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান ভারতের সীমান্তে হামলার প্রস্তুতি নিলে ভারত পাকিস্তানের কেন্দ্রস্থলে সুযোগ্য আঘাত হেনেছে। ভারতীয় ড্রোন ও মিসাইলগুলি লক্ষ্য বস্তুগুলিকে সঠিকভাবে আঘাত করেছে, যাতে পাকিস্তানের বিমান ঘাঁটিগুলি, যা নিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের গর্ব ছিল, তা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতের প্রত্যাঘাতের প্রথম তিন দিনে পাকিস্তানের কল্পনাতীত ক্ষতি হয়েছে। পরবর্তীকালে, ভারতের পাল্টা আক্রমণাত্মক পদক্ষেপে দিশেহারা হয়ে পাকিস্তান বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। শ্রী মোদী বলেন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর পাকিস্তানের সামরিক শাখা ১০ মে বিকেলে ভারতের ডিজিএমও-র সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই সময়কালের মধ্যে ভারত বিস্তীর্ণ সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। মূল সন্ত্রাসবাদীদের নিঃশেষ করেছে এবং পাকিস্তানের সন্ত্রাসের ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছে। শ্রী মোদী বলেন, পাকিস্তানের তার কাতর আবেদন ভারতের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম সামরিক আগ্রাসন ও জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধের আশ্বাস দেয়। এরপর, ভারত পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে পাকিস্তানের জঙ্গি ও সামরিক ঘাঁটিগুলির উপরে পাল্টা প্রত্যাঘাত সাময়িক বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, এটা বিরতি মাত্র, পরিসমাপ্তি নয়। ভারত আগামী দিন পাকিস্তানের প্রতিটি পদক্ষেপের মূল্যায়ন করবে। প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ অবস্থান তার অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

প্রধানমন্ত্রী পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, ভারতের সশস্ত্র বাহিনী – স্থলসেনা, বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং আধা-সামরিক বাহিনী সতর্ক রয়েছে। দেশের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সর্বদাই তাদের প্রাথমিক কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অপারেশন সিঁদুর এখন ভারতের প্রতিষ্ঠিত নীতি। ভারতের কৌশলগত পদক্ষেপে তা এক নির্ণায়ক পরিবর্তন। তিনি বলেন, এই অপারেশন এক নতুন মূল্যমানকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে তা এক নতুন স্বাভাবিক পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী ভারতের নিরাপত্তা মতবাদের তিনটি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত, সুনিশ্চিত প্রত্যাঘাত, তা হ'ল – ভারতের উপর কোনও রকম জঙ্গি হামলা হলে তার কঠোর জবাব দেওয়া হবে। ভারত তার নিজের মতো করে এর জবাব দেবে। সন্ত্রাসের শিকড়কে উপড়ে দেবে। দ্বিতীয় হ'ল – নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেল'কে কোনও রকমভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। পরমাণু হামলার কথা বলে ভারতকে ভয় পাওয়া যাবে না। এই অজুহাতে সন্ত্রাসবাদের নিরাপদ ঘাঁটির উপর সঠিক ও যোগ্য আঘাত হানা হবে। তৃতীয়টি হ'ল – সন্ত্রাসের মদতদাতা এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে কোনও রকম বিভাজন করা হবে না। ভারত সন্ত্রাসী নেতা এবং তাদের আশ্রয়দাতা কোনও সরকারকে পৃথক করে দেখবে না। তিনি উল্লেখ করেন, অপারেশন সিঁদুর – এ সারা বিশ্ব আরও একবার পাকিস্তানের ভয়ঙ্কর বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করেছে। পাকিস্তানের উচ্চ পদস্থ সেনা আধিকারিকরা নিহত সন্ত্রাসবাদীদের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিয়েছিল। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, সন্ত্রাস পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট। প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, কোনও রকম হুমকির বিরুদ্ধে নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে চলবে।

তিনি বলেন, ভারত সবসময়েই যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে পরাস্ত করেছে। অপারেশন সিঁদুর দেশের সামরিক শক্তির এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। শ্রী মোদী বলেন, মরুভূমি ও পর্বত যুদ্ধ কৌশলে ভারতের অনন্য দক্ষতার পাশাপাশি এই অপারেশন সিঁদুর নতুন যুগের যুদ্ধ কৌশলে ভারতের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করল। তিনি বলেন, সারা বিশ্ব এখন ভারতে তৈরি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একবিংশ শতাব্দীর যৌদ্ধ কৌশলের অনন্য শক্তি হিসেবে প্রত্যক্ষ করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে কোনও রকম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের ঐক্যই হ'ল সর্ববৃহৎ শক্তি। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, এটা যুদ্ধের সময় নয়। তবে, তা সন্ত্রাসেরও সময় নয়। উন্নত ও নিরাপদ বিশ্ব গড়ার সুনিশ্চয়তাই হ'ল - সন্ত্রাসকে কোনও রকম প্রশ্রয় না দেওয়া।

শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও সরকার নিরন্তর সন্ত্রাসে মদত দিয়ে এসেছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই ব্যবস্থা চলতে থাকলে, তা পাকিস্তানের পতন ডেকে আনবে। তিনি বলেন, পাকিস্তান যদি ঘুরে দাঁড়াতে চায়, তা হলে তার উচিৎ সন্ত্রাস পরিকাঠামোকে ধ্বংস করা। শান্তির পথে এর কোনও বিকল্প হতে পারে না। ভারতের দৃঢ় অবস্থান কঠোরভাবে ব্যক্ত করে বলেন, সন্ত্রাস ও আলোচনা একসঙ্গে হতে পারে না; সন্ত্রাস ও বাণিজ্য একসঙ্গে চলতে পারে না; রক্ত ও জল একসঙ্গে বইতে পারে না। সারা বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে তিনি ভারতের দীর্ঘস্থায়ী ঘোষিত নীতিকে পুনরায় ব্যক্ত করে বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদ ইস্যু এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই হতে পারে।

বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বুদ্ধের শিক্ষার উপর আলোকপাত করে বলেন, শান্তির পথ পরিচালিত হতে হবে শক্তির দ্বারা। তিনি বলেন, মানবতাকে শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে সকল ভারতীয় মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারেন এবং বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের অবস্থান সবসময়েই শক্তিশালী প্রয়োজন পড়লে সেই শক্তি প্রয়োগও করা হবে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক ঘটনাচক্র আদর্শ রক্ষায় ভারতের অবিচল সংকল্পকে তুলে ধরেছে। পরিশেষে, প্রধানমন্ত্রী পুনরায় ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁদের সাহসিকতার জন্য এবং ভারতীয় নাগরিকদের ঐক্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন।

সিনেমার খবর

শাহরুখ-আল্লু অর্জুন এক ছবিতে, হবে ধামাকা : বিজয় দেবেরাকোন্ডা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোন্ডা মনে করেন, যদি শাহরুখ খান ও আল্লু অর্জুন এক ছবিতে অভিনয় করেন, তবে সেটি হবে কেবল সিনেমা নয়, বরং একতা ও শক্তির প্রতীক।

সম্প্রতি মুম্বাইয়ে আয়োজিত 'ওয়েভস সামিট' অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেন তিনি। অনুষ্ঠানে মডারেটরের ভূমিকায় ছিলেন বলিউড পরিচালক করণ জোহর।

বিজয় বলেন, "শাহরুখ খান এবং আল্লু অর্জুন— যদি তারা একসঙ্গে পর্দায় আসেন, তাহলে সেটা শুধু একটা ছবি হবে না, সেটা হবে একতা, উদযাপন আর শক্তির প্রতীক।"

তার মতে, "দেশকে এক করতে হলে, সিনেমাও এক হতে হবে।"

বিজয়ের মতে, ভারতীয় ছবির এখন দরকার একটি বিশাল ধামাকা, যেখানে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির যৌথ উদ্যোগ থাকবে।

বিজয় বলেন, "শাহরুখের শেষ ছবি আয় করেছে প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ কোটি রুপি, আর 'পুষ্পা ২' নিয়ে রয়েছে ১০০০ কোটির প্রত্যাশা। এই দুই ইন্ডাস্ট্রি একত্র হলে যে ধরনের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, তা অভাবনীয়।"

এই ধরনের সহযোগিতা কেবল বক্স অফিসে নয়, বরং ভারতীয় সিনেমার ভবিষ্যতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ, বলেন বিজয়।

আলোচনায় উঠে আসে বিজয়ের নিজের বলিউড যাত্রা। 'লাইগার' দিয়ে বলিউডে অভিষেক ঘটলেও ছবিটি বক্স অফিসে সফল হয়নি। তবে ব্যর্থতা তাকে শিক্ষা দিয়েছে, কীভাবে আরও ভালো করতে হয়।

বিজয় বলেন, "উত্তর বনাম দক্ষিণ— এই প্রতিযোগিতা ফলপ্রসূ হবে না। একসঙ্গে কাজ করলেই ভারতীয় সিনেমা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্ত অবস্থান নিতে পারবে।"

'কমরেড' থেকে 'অর্জুন রেড্ডি'— একাধিক ব্লকবাস্টার উপহার দেওয়া এই অভিনেতা মনে করেন, এখন সময় এসেছে একে অপরকে প্রতিযোগী নয়, বরং সহযোগী ভাবার।

ইতিহাস গড়তে নিউ ইয়র্কে শাহরুখ খান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মেট গালার মতো বিশ্বমানের ফ্যাশন ইভেন্টে ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে বলিউড 'কিং' শাহরুখ খানের হাত ধরে। প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসাবে এধরনের বিশ্বমানের ইভেন্টে অংশ নিতে চলেছেন এই তারকা। আজ সোমবার বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ফ্যাশন রেড কার্পেট মেট গালায় পা রাখতে চলেছেন তিনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্টে আয়োজিত হতে চলেছে সেই অনুষ্ঠান। তার আগে এই ইভেন্টে অংশ নিতে রবিবারই নিউইয়র্কে পৌঁছান কিং খান। এ সময় বিমানবন্দরে পাপারাৎজিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার। দেখা হল ফ্যানদের সঙ্গেও। আর নেটমাধ্যমে সেসব মুহূর্ত ছড়িয়ে পড়তেই উচ্ছ্বাস অনুরাগীদের।

ভাইরাল সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিমান বন্দরের টার্মিনালে ম্যানেজার পূজা দাদলানির সঙ্গে হেঁটে আসছেন বাদশা। তবে দেশে যেরকম ফ্যানদের স্রোত থাকে, এখানে তত সংখ্যক ফ্যান ছিল না। কিন্তু যারা ছিলেন তারাই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান শাহরুখকে। কেউ হাত মেলান। কেউ আলিঙ্গন। সাদা টি-শার্ট, ধূসর জ্যাকেটে নায়ক ছিলেন একই রকম আকর্ষণীয়।

ভারতীয় সুন্দরীরা অনেক আগে থেকেই 'মেট গালা'র রেড কার্পেটে দ্যুতি ছড়াচ্ছেন। প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার পর দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভাটরাও মেট গালার লাল গালিচায় নজর কেড়েছেন। কিন্তু কোনো ভারতীয় পুরুষকে এই ফ্যাশন যজ্ঞে শামিল হতে দেখা যায়নি। এবার ইতিহাস তৈরি করতে চলেছেন শাহরুখ।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের গলা টিপে ধরেন উত্তম কুমার, এরপর যা হয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কিংবদন্তী অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের ক্যারিয়ারের নানা উত্থান-পতনের কাহিনি নানা সময়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। তবে এমন কিছু গল্প জানলে আজও দর্শকদের মনে কৌতূহল তৈরি হয়। সম্প্রতি নিজের আত্মীয় অভিনেত্রী পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায় তার একটি পডকাস্টে অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আড্ডা জমিয়ে তোলেন। সেই আড্ডায় উঠে এলো এক অজানা গল্প। মহানায়ক উত্তম কুমারের সঙ্গে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অজানা গল্প।

কী সেই গল্প? দর্শকরা অল্প বিস্তর এটা জেনে গেছেন উত্তম কুমারের সঙ্গে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সখ্যতার গল্প। বহু হিট সিনেমা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন এই জুটি। উত্তমকুমার সুচিত্রা সেনের জুটির পাশাপাশি উত্তম-সাবিত্রীর জুটিও দর্শকদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে। উত্তম কুমার সবসময় কোনো চরিত্রের মধ্যে ঢুকে যেতেন। আর মাশুল দিতে হতো তার সহঅভিনেতাদের।

গল্পটা পরিচালক বিকাশ রায় পরিচালিত সিনেমা 'মরুতীর্থ হিংলাজ' নিয়ে। ১৯৫৯ সালের এই সিনেমা বাংলা সিনেমার ইতিহাসে অবশ্যই মাইলস্টোন হয়ে রয়েছে। এই সিনেমায় উত্তম কুমারের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

শুটিংয়ের সময় একটি দৃশ্য ছিল যেখানে সাবিত্রীর গলা টিপে ধরবেন উত্তম কুমার। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, উত্তম কুমার সব চরিত্রের ভেতরে চলে যেতেন শুটিংয়ের সময়। গলাটিপে ধরার সময় এত জোড়ে টিপে দিয়েছিলেন যে, আর একটু হলেই বিপদ হয়ে যেত। আমার বমি হয়ে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম উত্তম কুমারকে, আপনি এত মগ্ন হয়ে যান কেন চরিত্রের মধ্যে?

তবে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন বহুবার হয়েছেন অভিনেত্রী। 'ধন্যি মেয়ে' সিনেমার শুটিংয়ের সময়ে উত্তম কুমারের ঘুমের মধ্যে লাথি মারার কথা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে। এতটাই জোরে মেরেছিলেন যে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় খাট থেকে পড়ে যান, কোমরেও চোট পান।

আসলে সিনেমার দৃশ্যকে দর্শকদের সামনে বাস্তব সম্মত করার জন্য অনেক সময় অভিনেতারা এমন কিছু করে ফেলেন যেটা শিল্পীদের ক্ষতির কারণ হতে পারে। উত্তম কুমার যখন মহানায়ক তখন তার সহ-অভিনেতাদের কাছে এই রকম বহু ঘটনা স্বাভাবিক।

স্টেগেন নয়, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ক্লাসিকোতে খেলবেন শেজনি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রিয়াল ভায়াদোলিদের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয় দিয়ে লা লিগায় শীর্ষস্থান আরও মজবুত করেছে বার্সেলোনা। ম্যাচে দীর্ঘ সাত মাস পর মাঠে নেমে চমৎকার পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন জার্মান গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং এল ক্লাসিকোর মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে গোলবারের নিচে দেখা যাবে পোলিশ গোলরক্ষক ভয়চেক শেজনিকে। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই নিশ্চিত করেছেন বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক।

আগামী বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালে ইন্টার মিলানের মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা। আর তার কয়েকদিন পরই এল ক্লাসিকোতে মাঠে নামবে তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে দলে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন ফ্লিক। ভায়াদোলিদের বিপক্ষে মূল

একাদশে নয়টি পরিবর্তন আনেন তিনি।

এতে তরুণদের খেলতে নামানোর সুযোগ হলেও, ফ্লিক খেলোয়াড়দের নিয়ে আস্থা হারাচ্ছেন না, 'আমি হতাশ নই। এত পরিবর্তনের পর খেলোয়াড়দের জন্য খেলা সহজ নয়। ওরা তরুণ। আমি ওদের উপর বিশ্বাস রাখি। কিছু ভুল হয়েছে, দ্রুত কনভার্শনেও সমস্যা ছিল। তবে আরাউহো, ক্রিস্টেনসেন এবং টের স্টেগেন ভালো খেলেছে।'

স্টেগেন ফিরলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগ আর এল ক্লাসিকোয় তার খেলা হবে না। হ্যান্সি ফ্লিক সংবাদ সম্মেলনে বললেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালে ইন্টার মিলান আর এল ক্লাসিকোয় আমাদের গোলকিপার ভয়চেক শেজনি। স্টেগেনকে ফিরে পেয়ে খুব ভালো লাগছে।'

ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও দ্বিতীয়ার্ধে রাফিনিয়া ও ফারমিন লোপেজের গোলে ম্যাচে ফেরে বার্সা। কোচ ফ্লিক এই দুই খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট। রাফিনিয়ার গোলের প্রশংসা করার পাশাপাশি ফারমিনকে নিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন ইন্টার মিলানের বিপক্ষে শুরুর একাদশে থাকার সম্ভাবনার কথা, 'ফারমিন এমন একজন খেলোয়াড়, যাকে যেকোনো সময় শুরুর একাদশে রাখা যায়। সে বিভিন্ন পজিশনে খেলতে পারে। আমাদের লক্ষ্য ছিল তিন পয়েন্ট পাওয়া, সেটি অর্জিত হয়েছে। মিশন সম্পন্ন।'

লা লিগায় এই জয়ের ফলে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে বার্সার পয়েন্ট ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ৭। আজ রিয়াল মাঠে নামবে সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে। আর পরবর্তী রাউন্ডে ন্যু ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত হবে মৌসুমের দ্বিতীয় এল ক্লাসিকো। তার আগে বার্সার সামনে ইন্টার মিলান পরীক্ষাও হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ।

শনিবার থেকে আবারও শুরু হচ্ছে আইপিএল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারত ও পাকিস্তান সংঘাতের কারণে স্থগিত ছিল আইপিএল। তবে এখন পরিস্থিতি সাধারণ হওয়ায় আগামী শনিবার (১৭ মে) থেকে পুরনায় শুরু হচ্ছে আইপিএল। সোমবার (১২ মে) ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গত শুক্রবার (৯ মে) আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, ফ্র্যাঞ্চাইজি ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলোচনা করে টুর্নামেন্টটি সাময়িকভাবে স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কারণ দু'দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক দশকের সবচেয়ে ভয়াবহ সামরিক উত্তেজনা চলছিল।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'সরকার ও নিরাপত্তা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে বিস্তৃত পরামর্শের ভিত্তিতে বোর্ড মৌসুমের বাকি অংশ চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মোট ১৭টি ম্যাচ ছয়টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে, যার শুরু ১৭ মে ২০২৫ থেকে এবং ফাইনাল ৩ জুন ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত হবে। সংশোধিত সময়সূচিতে রবিবার (১৮ মে) দুটি ম্যাচ থাকবে।'

নতুন সূচি অনুযায়ী, মোট ১৭টি ম্যাচ ৬টি শহরে অনুষ্ঠিত হবে। বেঙ্গালুরু, জয়পুর, দিল্লি, লখনৌ, মুম্বাই এবং আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলো। বাকি থাকা ১২টি গ্রুপপর্বের ম্যাচ ছাড়াও থাকবে প্লে-অফ ও ফাইনাল। ১৭ মে থেকে শুরু হয়ে ৩ জুন ফাইনাল ম্যাচ শেষ হবে এই আসর। তবে প্লে-অফ ম্যাচগুলোর ভেন্যু পরে ঘোষণা করা হবে।

এদিকে পূর্বের সূচি অনুযায়ী, আইপিএলের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ২৫ মে। তবে আসর পিছিয়ে যাওয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার ওয়ানডে সিরিজের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। আগামী ২৯ মে এই সিরিজ শুরু হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বেশকিছু ক্রিকেটার আইপিএল খেলছেন। ইংল্যান্ডের স্কোয়াড এখনও প্রকাশ না করলেও, কিছু খেলোয়াড় আছেন যারা ওয়ানডে দলে ডাক পাবেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR